মদীনার স্মরণ সম্বলিত
মদীনার ফযীলত

15-August-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে বৈশিষ্টমন্ডিত করে নাও, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(জামেউস সগীর, হরফুল জাই, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اُذْكُرُوا اللّٰه! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর

নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মদীনা শরীফের উত্তম আলোচনা হতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবীকারিনীদের মন খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠে, মুখে মুচকি হাসি এসে যায়, খুশির পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে যায়, কারো কারো চোখ মদীনার স্মরণে অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, আগ্রহের আতিশর্য্যে মুখে আপনা থেকেই মদীনা মদীনা বিড়বিড় করতে থাকে। মদীনা শরীফের মহত্ব ও ফযীলতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করতে পারেন যে, যেই **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমরা অত্যধিক ভালবাসি, স্বয়ং সেই **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই মদীনা শরীফকে অত্যধিক ভালবাসতেন, সুতরাং রাসূলের ভালবাসার দাবীই হলো এটাই যে, আমরা শুধু প্রিয় মদীনার ভালবাসা নয় বরং মদীনার অলি গলি ও বাজারের ভালবাসা, সেখানকার বাগান ও মরুর ভালবাসা, এর ফুল এমনকি এর কাঁটার ভালবাসাও নিজের অন্তরে জাগিয়ে রাখা, এর স্মরণে ছটফট করা এবং এর আদব সহকারে হাজিরীর শুধু আকাঙ্ক্ষা নয় বরং আল্লাহ পাকের নিকট এই দোয়াও প্রার্থনা করা। আসুন! মদীনার ফযীলত, বিশেষত্ব এবং মদীনা পাকের কিছু পবিত্রতম স্থান সম্পর্কে শ্রবণ করি। প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি:

রাসূলের দরবারে হাজির হওয়া ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: একবার আমি রাসূলের রওযায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক গ্রাম্য আরব লোক আগমন করে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে এভাবে আবেদন করতে লাগলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর যে সত্য কিতাবটি **আল্লাহ পাক** নাযিল করেছেন তাতে এই আয়াতটিও রয়েছে:

وَ لَوۡ اَنَّهُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰهَ وَ اسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِیۡمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

"হে **আমার আক্বা ও মাওলা!** আমি ক্ষমাশীল **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্য আপনার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আমার জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি।" এই কথাগুলো বলেই সেই আশিকে রাসূল কান্না করতে লাগলো এবং তার কণ্ঠে এই পংক্তিগুলো অব্যাহত ছিলো:

یَا خَیْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهٗ فَطَابَ مِنْ طِیْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَ کَمُ

رُوْحِی الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاکِنُهٗ فِیْهِ الْعِفَافُ وَفِیْهِ الْجُوْدُ وَالْکَرَمُ

অনুবাদঃ (১) হে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বা যাঁর মোবারক শরীরকে এই জমিনে দাফন করা হয়েছে, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার প্রভাবে সারা ময়দান ও পর্বতগুলো সুবাসিত হয়ে গেছে। (২) সেই নূরানী কবরের উপর আমার এই জীবন কুরবান হয়ে যাক, যেই নূরানী কবরে আপনি (صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চিরশান্তিতে অবস্থান করছেন! যাতে বিদ্যমান রয়েছে পবিত্রতা, ক্ষমা ও দানশীলতার মহামূল্যবান খণি।

সেই আশিকে রাসূল অনেকক্ষণ ধরেই শেরগুলো বারবার পাঠ করছিলো। অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা চাইতে চাইতে অশ্রুসজল চোখে সেখান থেকে চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ বলেন: আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "اِلْحَقِ الرَّجُلَ فَبَشِّرْهُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَدْ غَفَرَ لَهٗ بِشَفَاعَتِیْ অর্থাৎ ওই আরবী গ্রাম্য লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আমার সুপারিশের কারণে **আল্লাহ পাক** তাকে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (ম'জামু ইবনে আসাকির, ২০০-২০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সেই আরবীর কান্না, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ছটফট করা, **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকা, **মেহেরবান আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে অশ্রু বিসর্জন করা কাজে এসে গেলো এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ক্ষমার সুসংবাদ দান করে দিলেন। জানা গেলো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে আজও ক্ষমার বার্তা বন্টন হয়, আজও গুনাহগারদেরকে রহমতের আঁচলে লুকানো হয়, আজও অসহায়দের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আজও দুঃখ ভারাক্রান্তদের দুঃখ লাঘব করা হয় এবং আজও খালি থালা পূর্ণ করা হয়। দুনিয়ায় এখনো এমন অনেক লোক থাকবে, যাদের নিকট অনেক ধন সম্পদ রয়েছে, যারা সারা দুনিয়া ভ্রমনও করেছে কিন্তু আহ! **“মদীনা মুনাওয়ারা”** এবং এর সুন্দরতম স্থান সমূহের যিয়ারত করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, অপরদিকে সেই আশিকানে রাসূলও রয়েছে যাদের নিকট মদীনা শরীফ যাওয়ার জন্য না সম্পদ ছিলো আর না যাওয়ার কোন মাধ্যম কিন্তু মদীনার যিয়ারতের জন্য তাদের কান্না, তাদের সত্যিকার আকুল আকাঙ্ক্ষা, লাগাতার দোয়া এবং একান্ত প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, উপায় হতে থাকে, অবশেষে তাদেরও মদীনা পাক এবং সবুজ গম্বুজের যিয়ারতের সূধা পান করা নসীব হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মদীনা তায়্যিবা সেই বরকতময় ও মহত্বপূর্ণ পবিত্র ও সম্মানিত স্থান, যেখান থেকে ফিরে আসতে মন চায় না, কেননা মদীনা তায়্যিবায় আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযাযে আনওয়ার এবং তাঁর সাথে সম্পর্কীত অসংখ্য স্মৃতি বিদ্যমান, মদীনা তায়্যিবায় এমন মনের প্রশান্তি অর্জিত হয়, যা দুনিয়ার অন্য কোন শহর এবং কোন অনিন্দ্য সুন্দর স্থানেও পাওয়া যায় না, সুতরাং যদি কখনো মদীনা শরীফ যেতে কোন সমস্যা এসে যায় বা মদীনা তায়্যিবায় কোন কষ্ট স্বাগত জানায়, তবে ধৈর্যধারণ করে একে সৌভাগ্য মনে করে তা গ্রহন করে নেয়া উচিৎ, কেননা সেখানে কষ্টে ধৈর্যধারনকারীদের জন্য **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন শাফায়াতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

মদীনা শরীফে কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আমার যিয়ারত করার জন্য আসবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার হেফাজতেই থাকবে আর যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে বসবাস করবে এবং মদীনায় কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবো এবং তার জন্য সুপারিশ করবো, আর যে ব্যক্তি হারামাইনে (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা) হতে যে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যে, সে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদে থাকবে।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১/৫১২, হাদীস নং-২৭৫৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের জন্য মদীনা শরীফের পথের সকল কাঁটাই ফুলের ন্যায়, সুতরাং মদীনার সফরের সময় যদি কোন কষ্ট এসে যায়, কেউ বিরক্ত করে, ধাক্কা দেয়, মানসিকতার বিরোধী কথা বলে, হঠাৎ কোন সাভাবিক বা আসমনি বিপদ এসে যায় তবে এই সময়ে অধৈর্য হওয়া, কান্নাকাটি করা, বিভ্রান্ত হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া এবং অভিযোগ করা অনেক বড় বঞ্চনার কারণ হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে যতদিন মদীনা পাকের পরিবেশে অতিবাহিত করবেন, তবে চেষ্টা করুন যে, আদব ও সম্মানের আঁচল যেনো হাত থেকে না ছুটে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **আল্লাহ** ওয়ালারা মদীনা পাকের অনেক বেশি আদব ও সম্মান করতেন। আসুন! একজন মহান আশিকে রাসূল বুযুর্গের মদীনার প্রতি ভালবাসা এবং সেখানকার আদব সম্পর্কে মনমুগ্ধকর ঘটনা শ্রবন করি।

মদীনার প্রতি ভালবাসার পদ্ধতি

ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এবং খাঁকে মদীনার সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমি

বললাম: 'ঘোড়াগুলো কতই যে উন্নত মানের।' তিনি বললেন: 'এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম।' আমি বললাম: 'একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন।' তিনি বললেন: '**আল্লাহ পাকের** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র মাটিকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করবো, যে মাটিতে **তাঁরই প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন।' (ইহইয়াউল উলুম, ১/১১৪)

سُبْحٰنَ اللّٰه! আপনারা শুনলেন তো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কিরূপ মহান আশিকে রাসূল, মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা এবং এর আদব করতেন। যেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه আলিমে মদীনাও (মদীনা সম্পর্কে জ্ঞাত) ছিলেন, সুতরাং আদব তাঁর স্বভাবে ভরপুর ছিলো, আর আজ আমাদের সমাজের ইলম ও আদব উভয়টি অনেক বেশি প্রয়োজন, ইলমের সম্পদ যদি সাথে থাকে তবে আদবের সৌভাগ্যও অর্জিত হয় এবং ইলম না থাকলে তবে বিপদ যে, বেআদবির গভীর গর্তে পরার। বিশেষকরে মদীনার সফরে তো দেখে দেখে পা ফেলা এবং খুবই আদব ও সম্মান করা অনেক বেশি প্রয়োজন। মনে রাখবেন! এটি সেই দরবার, যার আদব করা আমাদের রব তায়ালাই শিখিয়েছেন, অতএব এই ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করা অনেক বড় ক্ষতির কারণ। আসুন! এব্যাপারে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

মদীনার দইয়ের প্রতি বেআদবীর শাস্তি

এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বদা কান্না করতো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতো, যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে উত্তর দিলো: একদিন আমি মদীনা শরীফের দইকে টক এবং খারাপ বলেছিলাম, এটা বলতেই আমার বেলায়ত চলে গেলো এবং আমার উপর গযব হলো যে, হে মাহবুবের দরবারের দইকে খারাপ বক্তা! প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা দেখ! **মাহবুবে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলির সকল বস্তুই উত্তম। (বাহারে মনসুর, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মদীনায় গমনকারীদের সৌভাগ্যের প্রতি কুরবান! তাদের ভাগ্য সমুন্নত হয়ে থাকে, তাদের নসীব চমকাতে থাকে, তারা সৌভাগ্যের

মেরাজে পৌঁছে যায়, তাদের খুশি দেখার মতো হয়ে থাকে, তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত রিমঝিম ধারার বর্ষন হতে থাকে এবং এমন কেনই বা হবে না যে, রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতের সূধা পানকারী সৌভাগ্যবানদের তো **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** সত্য জবানে শাফায়াতের সমন দান করেছেন।

শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ زَارَ قَبۡرِیۡ وَجَبَتۡ لَهٗ شَفَاعَتِیۡ অর্থাৎ যে আমার কবরের যিয়ারত করলো, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেলো। (দারু কুতনী, কিতাবুল হজ্ব, ২/৩৫১, হাদীস নং-২৬৬৯)

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ! ভাবুন তো! তা কিরূপ মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় স্থান, যার যিয়ারত করলে শাফায়াতের খয়রাত অর্জিত হয়, সেখানে বরকত প্রদান করা হয় এবং যদি সেখানে মৃত্যু হয়ে যায় তবে শাফায়াত নসীব হয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক মদীনা শহরকে অসংখ্য বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের কিছু বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে পবিত্র শহরের মহত্বকে আরো বৃদ্ধি করার উপলক্ষ্য তৈরী করি।

মদীনা শরীফের বিশেষত্ব

(১) পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর নাই, যার পবিত্র নাম এত বেশি ছড়িয়ে যতটুকু মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا রয়েছে, কোন কোন ওলামা তো ১০০টিও লিপিবদ্ধ করেছেন। (২) মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এমন একটি শহর যার ভালবাসা ও বিরহ-বেদনায় পৃথিবীর সর্বাধিক ভাষায় এবং সর্বাধিক সংখ্যক কসীদা লেখা হয়েছে, লেখা হচ্ছে এবং লেখা হতে থাকবে। (৩) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতেই হিজরত করেছেন এবং এখানেই বসবাস করেছেন। (৪) **আল্লাহ পাক** এর নাম রেখেছেন ত্বাবা। (৫) **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمসফর থেকে যখন ফিরে আসতেন তখন মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا কাছাকাছি এসেই অধীর আগ্রহে বাহনের গতি বাড়িয়ে দিতেন। (৬) মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا **হুযুরে আকরাম**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয় মোবারক শান্তি পেত। (৭) এখানকার ধূলাবালি নিজের নূরানী চেহারা থেকে পরিস্কার করতেন না এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দেরও তা করতে নিষেধ করতেন আর ইরশাদ করতেন: “মদীনার মাটিতে আরোগ্য রয়েছে।” (জযবুল কুলূব, ২২ পৃষ্ঠা) (৮) যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا আসে, তখন ফিরিশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানায়। (জযবুল কুলূব, ২১১ পৃষ্ঠা) (৯) **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا মৃত্যুবরণ করার উৎসাহ দিয়েছেন। (১০) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে মৃত্যুবরণ কারী মুসলমানের শাফায়াত করবেন। (১১) হুজরা মোবারকা ও মিম্বরে আনওয়ারের মাঝখানের জায়গাটি জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান (রাওযাতুল জান্নাত)। (১২) মদীনা শরীফের رَضِيَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর মোবারক জমিনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাযার শরীফ অবস্থিত, যেখানে সকাল সন্ধ্যা সত্তর (৭০) হাজার করে ফিরিশতা উপস্থিত হয়।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা এবং মক্কা ও মদীনার যিয়ারত সহ, ২০০-২০২ পৃষ্ঠা)

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহার করালেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: “হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন নফিস তূনেসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا একদা আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় আরয করলাম: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত।” এমন সময় আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, সেই সময় কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করল আর আমাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলো। অতএব, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। দাওয়াত দাতা আমাকে খেজুর, ঘি ও গমের রুটি দিয়ে বললো: “পেট ভরে খান। কেননা, আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় **নানাজান মক্কী-মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আপনার মেহমানদারি করার আদেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও কখনো ক্ষুধার্ত হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন।” (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! মদীনা শরীফের হাজিরীর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

হে রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীরা! ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও

হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওযা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন: "হে **আমার প্রতিপালক!** আমি তোমার **হাবীবে মুকাররাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কবরের যিয়ারত করেছি এবার তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।" আওয়াজ এলো: "হে **আমার বান্দা!** আমি তো তোমাকে **আমার হাবীবে**র পবিত্র রওযার যিয়ারত করার অনুমতি তখনই দিয়েছি, যখন আমি তোমাকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করে নেয়াকে মঞ্জুর করেছি। এখন তুমি সহ তোমার সাথে যিয়ারতকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমার উপর এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যারা **প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার দীদার লাভ করেছে।" **(আর রওজুল ফায়িক, ৩০৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, **দয়ালূ আক্বা, মুহাম্মদের মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওয়ায়ে আনওয়ারের যিয়ারত করা কিরূপ সৌভাগ্য ও বরকতের কারণ যে, রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীদের **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে ক্ষমার সমন বন্টন করা হয়, তো কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই আশিকানে রাসূল, যারা মদীনায়ে পাকের হাজিরীর সৌভাগ্য পেয়েছে, যারা সবুজ গুম্বুজের মনোরম দৃশ্য দেখে নিজের অন্তরকে শীতল করেছে, যারা মসজিদে নববীর অনিন্দ্য সুন্দর মিনারের যিয়ারতের সূধা পান করেছে। যারা **আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মিম্বর ও মেহরাবকে নিজের চোখেই দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে মদীনার স্মরণ তাদের এখনো অস্থির করে রাখে, যখন তারা ছবিতে সেই দৃশ্য দেখে তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, অন্তর অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যেতে চায়। আহ! যদি রব তায়ালা সেই আশিকানে রাসূলের সদকায় আমরা গুনাহগারদেরও মদীনার হাজিরীর সৌভাগ্য দান করে দিনে, আহ! যদি **দয়ালূ আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরও **তাঁর** কদমে ডেকে নিতেন, আহ! যদি আমাদেরও সবুজ গুম্বজের নূরানী দৃশ্য দেখা নসীব হয়ে যেতো,

আহ! যদি আমাদেরও সোনালী জালির সামনে দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো, আহ! যদি আমাদেরও ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত প্রিয় মদীনায় মৃত্যু এবং জান্নাতুর বকীতে দুই গজ জমি নসীব হয়ে যেতো।

মনে রাখবেন! মদীনা শরীফে মৃত্যু এবং জান্নাতুল বকীতে দাফন হওয়া অনেক সৌভাগ্য মন্ডিত বিষয়।

মদীনায় মৃত্যুবরন করার ফযীলত

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করতে পারে, তবে সে যেন মদীনাতেই মৃত্যুবরণ করে, فَإِنِّيْ أَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا অর্থাৎ কেননা আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ কারীদের জন্য সুপারিশ করবো। (তিরমিযী, ৫/৪৮৩, হাদীস নং-৩৯৪৩)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: (কিয়ামতের দিন যখন সবাইকে কবর থেকে উঠানো হবে তখন) সর্বপ্রথম আমার অতঃপর আবু বরক ও ওমরের (رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا) কবর খুলে যাবে, অতঃপর আমি জান্নাতুল বকীবাসীদের নিকট যাবো, তখন তারা আমার সাথে একত্রিত হয়ে যাবে, এরপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করবো, এক পর্যায়ে মক্কা মদীনার মাঝখানে তাদেরকেও আমার সাথে করে নিবো।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৩৮৮, হাদীস নং-৩৭১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার স্মৃতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা মদীনা পাকের ফযীলত ও বিশেষত্ব এবং সেখানকার পবিত্র স্থান সমূহের কল্যাণময় আলোচনা শুনছিলাম। মনে রাখবেন! মদীনার আলোচনা আশিকানে রাসূলের মনে প্রশান্তি দেয়, দুনিয়ার যতগুলো ভাষায় যেভাবে মদীনা শরীফের বিচ্ছেদ এবং এর দীদারের আকাঙ্ক্ষায় কালাম পাঠ করা হয়েছে, ততগুলো দুনিয়ার অন্য কোন শহর বা ভূখন্ডের জন্য পাঠ করা হয়নি, যে মুসলমানের একবারও মদীনার দীদার নসবী হয়ে যায়, সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে থাকে এবং মদীনায় অতিবাহিত করা সুন্দর মুহূর্তগুলোকে সর্বদার জন্য স্মৃতিময় করে রাখে।

আশিকানে মদীনা এর বিচ্ছেদে ছটফট করে এবং যিয়ারতের জন্য অত্যধিক আকাঙ্ক্ষীত থাকে। মদীনা কি এবং মদীনার প্রতি প্রেম কেমন হওয়া উচিৎ? মদীনা থেকে বিদায়ের সময় আমাদের চেতনা কেমন হওয়া উচিৎ? এর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জীবনি এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য অনন্য উদাহরণ।

আমি মদীনা ছেড়ে যাবো না

খলিফা হারুনুর রশিদ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কি কোন ঘর আছে? বললেন: না। তখন তিনি তাঁর খেদমতে তিন হাজার দিনার উপস্থাপন করে বললেন: এ দ্বারা ঘর কিনে নিন! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনারগুলো নিয়ে রেখে দিলেন এবং তা খরচ করলেন না। যখন খলিফা হারুনুর রশিদ মদীনা শরীফ থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর খেদমতে আরয করলেন: আপনার আমাদের সাথে যেতে হবে, কেননা মানুষকে হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মুয়াত্তা" এর মাঝে সমবেত করবো, যেমনটি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বি আফফান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ মানুষকে একটি কোরআনে সমবেত করেচিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: মানুষকে শুধু **"মুয়াত্তা"** এর মধ্যে সমবেত করার তো কোন বৈধতা নেই, কেননা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিভিন্ন শহরে চলে যান, সেখানে তাঁরা হাদীস বর্ণনা করেন, যার কারণে এখন মিশরে সকল লোকের নিকট হাদীসের জ্ঞান রয়েছে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও ইরশাদ করেছেন: আমার উম্মতের মতানৈক্য রহমত স্বরূপ।(১) আর থাকলো মদীনা ছেড়ে আপনার সাথে যাওয়া, তবে এরও কোন উপায় নেই, কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মদীনা তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা বুঝে।(২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: মদীনা (গুনাহের) ময়লাকে এমনভাবে ছাড়িয়ে দেয়, যেমনিভাবে চুল্লি লোহার মরিচা দূর করে থাকে।(৩)

---

১. জামেউল উসুল ফি আহাদীসির রাসূল লি ইবনে আসির, ১/১২১।
২. মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফদলিল মদীনা, ৭১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৬৩।
৩. মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবুল মদীনাতি তাফফী শরারুহা, ৭১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৭১। হিলইয়াতুল আউলিয়া, মালিক বিন আনাস, ৬/৩৬১, হাদীস নং-৮৯৪২।

অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খলিফা হারুনুর রশিদকে বললেন: "এই নিন আপনার দিনার, চাইলে নিয়ে নিন আর চাইলে রেখে যান" অর্থাৎ আপনি আমাকে এরই কারণে মদীনা ছেড়ে যেতো বাধ্য করছেন যে, আপনি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করলো, তবে (শুনে নিন) আমি মদীনা শরীফের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবো না। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১১৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর কয়েকবারই হজ্বের সফর এবং মদীনার সফরের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, যাতে সমষ্টিগত ভাবে মনের যেরূপ অবস্থা ছিলো কখনোই বর্ণনা করা যাবে না, তবে তাঁর মদীনার সফরের এক সংক্ষিপ্ত অবস্থা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মদীনার সফর

যখন মদীনা পাক زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا এর দিকে তাঁর রওয়ানা হবার বরকতময় সময়টুকু আসলো, তখন এয়ারপোর্ট আশিকানে রাসূল তাঁকে আল-বিদা জানাতে উপস্থিত ছিলো। মদীনার প্রেমিকগণ তাঁকে ঘিরে নাত শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করে দিলো। বেদনা বিধুর নাতগুলো আশিকদের ইশকের আগুনকে আরো জাগিয়ে দিলো। মদীনার প্রেমজ্বালায় সৃষ্ট আহাজারী ও হিচকির শব্দে আশপাশের পরিবেশে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিলো, স্বয়ং আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর অবস্থা এতই আজব আকার ধারণ করেছিলো। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর অবিরত ধারা বাইয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে এই অবস্থায় সফরে মদীনা শুরু হয়। যতই গন্তব্য নিকটস্থ হতে লাগলো তাঁর ইশকের জ্বালা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই পবিত্র ভূ-খন্ডে পৌঁছতেই তিনি জুতা খুলে নিলেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه সেই পবিত্র ভূ-খন্ডের আদবের এতই মনোযোগী যে, ১৪০৬ হিজরীতে হজ্জ পালনকালে তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রচণ্ড সর্দি হয়ে গিয়েছিলো, নাক দিয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়ছিলো। এতদসত্ত্বেও তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه কখনো মদীনা পাকের পবিত্র ভূমিতে নাক

পারিস্কার করেননি। তাঁর প্রতিটি কাজে আদবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যতদিন মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন যথাসম্ভব সবুজ গুম্বদের দিকে পিঠ হতে দেননি।

(তা'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

মদীনা তায়্যিবার বরকতময় স্থান সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের মারকায অর্থাৎ প্রিয় মদীনা পুরোপুরি নূরাণী এবং সেখানে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক মসজিদ এবং পবিত্র স্থান সমূহ আপন বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه নবীর প্রেমে ডুবে কত সুন্দর কথাই যে বলেন: "অন্তদৃষ্টি সম্পন্নরা জানেন যে, এই (মক্কা ও মদীনার) পর্বতে এবং উপত্যকায় প্রিয় নবী মুহাম্মদের সৌন্দর্যের নিদর্শনাবলী এবং আহমদের উৎকর্ষতা থেকে কিরূপ নূরানীয়্যত প্রকাশিত হচ্ছে! নিশ্চয় এর কারণ এটাই যে, এসব স্থানগুলোতে এমন কোন ধূলি-কণা নাই, যার উপর দৃষ্টি মোবারক পড়েনি এবং তা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হয়নি।" (জযবুল কুলুব, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

আসুন! বরকত লাভের জন্য মদীনা পাকের কয়েকটি মসজিদ এবং সম্মানিত ও বরকতময় স্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

(১) মসজিদে কুবা

মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا হতে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে **'কুবা'** নামের এক আদি গ্রাম রয়েছে, যেখানে এই বরকতময় মসজিদটি নির্মিত। কোরআন করীম ও অসংখ্য সহীহ হাদীসে এর ফযীলত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে মধ্যম গতিতে হেঁটে প্রায় ৪০ মিনিটেই আশিকানে রাসূলগণ মসজিদে কুবা পৌঁছাতে পারেন। বুখারী শরীফে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সপ্তাহেই কখনো বাহনে করে আবার কখনো পায়ে হেঁটেই মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

(বুখারী, ১/৪০২, হাদীস নং১১৯৩)

আসুন! মসজিদে কুবায় উপস্থিত হয়ে নামায পড়ার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

মসজিদে কুবায় নামায পড়ার ফযীলত

(১) মসজিদে কুবায় নামায আদায় করা 'ওমরা'র সমান। (তিরমিযী, ১/৩৪৮, হাদীস নং-৩২৪)

(২) যে ব্যক্তি নিজের ঘরে অযু করলো, এরপর মসজিদে কুবায় গিয়ে নামায আদায় করলো, সে 'ওমরা'র সাওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ্, ২/১৭৫, হাদীস নং-১৪১২)

(৩) মসজিদে গামামাহ

মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا বা জেদ্দা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের আসার সময় মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আসার পূর্বে উঁচু গুম্বুজবিশিষ্ট অত্যন্ত সুন্দর একটি মসজিদ দেখা যায়, এটিই **'মসজিদে গামামাহ'**। আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২য় হিজরিতে প্রথম বারের মত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায এই জায়গাটিতেই খোলা ময়দানে আদায় করেছিলেন। এখানে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, দোয়া করার সাথে সাথেই মেঘ জমে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। মেঘকে আরবিতে **'গামামাহ'** বলা হয়, সেই কারণে এই মসজিদকে **মসজিদে গামামাহ** বলে। এখানে খোলা ময়দান ছিলো, প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

আসুন! এবার কয়েকটি পবিত্র স্থান সম্পর্কে শ্রবন করি।

(৩) জান্নাতের বাগান

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা শরীফ (যেখানে **হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফ বিদ্যমান রয়েছে) এবং নূরানী মিম্বর শরীফের (যেখানে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খোৎবা প্রদান করতেন) মধ্যবর্তী অংশ যার দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার, এটিই " **জান্নাতের বাগান**"। যেমনটি

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِیْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান। (বুখারী, ১/৪০২, হাদীস নং-১১৯৫) সাধারণ কথাবার্তায় লোকেরা একে 'রিয়াজুল জান্নাহ' বলে। কিন্তু শব্দটি হচ্ছে 'রওজাতুল জান্নাহ'।

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী পর্যবেক্ষণ করুন। ✲ মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস নং-১৮) ✲ মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৩৮ , হাদীস নং-৫৮৬৯) ✲ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন। ✲ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✲ মিসওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"সুন্নাত ও আদব"** আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন এবং পাঠ করুন।